OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 93
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 745 - 750
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 745 - 750
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

ললিত কুশানী ও কুশান গান

লক্ষ্মীকান্ত বর্মণ
গবেষক, কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: laxmikantabarman31@gmail.com

Received Date *30. 03. 2026*
Selection Date *07. 04. 2026*

Keyword
কুচবিহার, রাজবংশী, কুশাণ গান, রামায়ণ, গুরু ভজনা, ললিত কুশানী।

Abstract

Discussion

অবিভক্ত কুচবিহারের রাজবংশী জন জাতির সংস্কৃতির একটি প্রধান ধারা হল কুশাণ গান। রামায়ণের উত্তরকান্ড অবলম্বনে রামচন্দ্রের সভায় দুখিনী সীতার বর্ণনামূলক ও অযোধ্যার প্রান্তরে প্রান্তরে লব কুশের কণ্ঠে গাওয়া গানগুলি কালের সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করে উত্তরবঙ্গে কুশাণ গান নামে পরিচিতি লাভ করেছে। আচার্য দীনেশচন্দ্র সেনের মতে—

> "প্রাচীন রাজবংশী জাতী ও যোগীরা বাংলাদেশের নানা স্থানে সেই প্রাচীন গীতিকাগুলি এখনও রক্ষা করিয়া আসিয়াছে।"[১]

প্রাচীন রাজবংশী সমাজের গুরু ভজনা পদ্ধতি প্রচলিত ছিল এই গানের বিদ্যা গুরু পরম্পরায় অর্জন করতে হত। শিক্ষালাভ সম্পূর্ণ হলে শিষ্যের হাতে গুরু ব্যানা তুলে দিয়ে আশীর্বাদ করেন, ব্যানা এই গানের প্রধান বাদ্যযন্ত্র। শিষ্য গুরুর কাছ থেকে আশীর্বাদ গ্রহণ করে নতুন একটি দল তৈরি করেন। উত্তরবঙ্গ ও অসমে ভারী গীত ও রাবান গীতের সঙ্গে এর কাহিনীগত মিল রয়েছে এই গানে। রামায়ণের বিশাল কাহিনীকে একদিনের শোনা সম্ভব নয়, তাই রামায়ণের কাহিনীকে বিভিন্ন খন্ডে বিভক্ত করে পালা আকারে গাওয়া হয় এই গানে।

কুশাণ গানের পিছনে রামায়ণের বীজ নিহিত থাকলেও কুশান নামকরণের ক্ষেত্রে পন্ডিতদের বিভিন্ন মতবাদ শোনা যায়। নামকরণের প্রথম সূত্রটি হল কুশ লবের কণ্ঠে প্রথম পরিবেশিত হয়েছিল, তাই এর নাম কুশান। দ্বিতীয় সূত্রের উল্লেখ রয়েছে রাজবংশী জনজাতির ইতিহাসকে কেন্দ্র করে, রাজবংশীদের বলা হয় ভঙ্গক্ষত্রিয়, কারণ প্রাচীনকালে ভগবান পরশুরামের ভয়ে ভীত হয়ে রাজবংশীরা মূল ক্ষত্রিয় জাতি থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিল। 'লব' কথার অর্থ ভঙ্গ বা খন্ডিত আর 'কুশ' অর্থে পরিত্যক্ত তাই ভঙ্গ ক্ষত্রিয় শব্দটি থেকে কুশাণ শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। নামকরণের তৃতীয় সূত্রটি হল কুচবিহার নামের উৎপত্তিতে 'কুশবিহার' শব্দটি পাওয়া যায়, সেখান থেকেও কুশাণ শব্দটির উৎপত্তি হতে পারে। আবার এই গান বা রামায়ণ কাহিনী শুনলে মানুষের মন পরিশুদ্ধ হয় অর্থাৎ মন থেকে বিভিন্ন খারাপ ভাবনা দূরীভূত হয়। 'কু' অর্থ খারাপ 'শান' অর্থ পরিষ্কার করা, সেই কারনেও একে কুশান বলা যায়। সবার প্রথমে রাম বন্দনা, এরপর আসর বন্দনা ও সরস্বতী বন্দনার মধ্য দিয়ে এই গান শুরু হয়।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 93
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 745 - 750
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

আগেকার দিনে জোতদার জমিদারদের বাড়ির উঠোনে বিভিন্ন উৎসবে ও পূজা পার্বণে এই গান হত। চারটি কলার গাছ পুতে ছায়মানা দিয়ে মাটি কেটে মঞ্চ বানিয়ে, পূর্বদিকে হারমনি মাস্টার, বাইন, জুড়ি, বাঁশিয়াল, ছোকরা, দোয়ারী, প্রত্যেকে গোল আসর করে বসত। 'মূল' থাকতেন আসরের মাঝখানে, বসে থাকা লোকজনের মধ্যে থেকেই কেউ রাম হতেন কেউ লক্ষণ হতেন কেউ হতেন হনুমান। হারমনি মাস্টার, খোল বাদক, বাঁশিয়াল, জুড়ি সকলে বাজনা শুরু করে দিলে ছোকরা আর মূল দোয়ারির নাচ আরম্ভ হত। এরপর 'মূল' অর্থাৎ গীদাল 'ব্যানা' বাজিয়ে বন্দনা শুরু করেন—

"রাম লক্ষণ পূর্বত রঘুবরং সীতাপতিং সুন্দরম্।
কাকুস্থ করুণাময়ং গুননিধি বিপ্র প্রিয়ং ধার্মিকম্।
রাজেন্দ্রং সত্য সন্ধং দশরথ তনয়ং শ্যামলং শান্ত মূর্তিম্।
বন্দে লোকাভিরামং রঘুকুল তিলকং রাঘবং রাবনারিম্।"[২]

বন্দনার শেষ অংশটুকু সমাপ্ত করেন দোয়ারী। এরপর দোয়ারি মূলকে প্রশ্ন করেন—

"গুরুদেব এতক্ষন তো বন্দনা গাইলেন এ্যালা কী গাইবেন! জাকনের ভিড়া না থুকুরা।"[৩]

এভাবে 'মূল' ও দোয়ারির হাস্যরসাত্মক উক্তি প্রত্যুক্তির মাধ্যমে জানা যায় আজকে কোন পালা হবে।

রাজবংশী সমাজের প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী এই কুশান গানের একজন বিখ্যাত ও জনপ্রিয় শিল্পী হলেন ললিত কুশানী অর্থাৎ ললিত মোহন বর্মন, যাকে 'উত্তরের লালন' বলা হয়ে থাকে। কুচবিহারের দিনহাটা থানার অন্তর্গত গোসানিমারী এক নম্বর অঞ্চলের মাশানপাঠ এলাকায় অর্থাৎ পশ্চিম ফুলবাড়ি গ্রামে ১৩৪২ সনের ভাদ্র মাসে জন্মগ্রহণ করেন, বর্তমানে যা গিদালের টারী নামে পরিচিত। অর্ধেকেরও বেশি সময় ধরে তিনি কুশাণ লোকনাট্য চর্চা করে গেছেন। তাঁর পিতা দুর্গামোহন বর্মন মাতা জয়লক্ষ্মী বর্মনের প্রথম দুটি সন্তান পাগলা ও নগেন ছোটবেলাতেই মারা যায়। তারপর তাঁদের শেষ সন্তান ললিত মোহন বর্মন জন্মগ্রহণ করেন, যিনি ললিত কুশাণী বা ললিত গীদাল নামে লোকসংস্কৃতি জগতের শ্রেষ্ঠ আসন দখল করে আছেন। তাঁর স্ত্রী চন্দ্রাবতী বর্মন, ললিত ও চন্দ্রাবতীর আট ছেলে মেয়ে— (১) বিশ্বনাথ বর্মন (২) চন্দনা বর্মন (৩) বিনয় বর্মন (৪) গঙ্গা বর্মন (৫) গোবিন্দ বর্মন (৬) যমুনা বর্মন (৭) যুগমায়া বর্মন (৮) গোপাল বর্মন। এদের মধ্যে বিশ্বনাথ বর্মন ও বিনয় বর্মন এখনও কুশাণ ও বিষহরা গান করে চলেছেন।

কুশান ও ভাওয়াইয়া গানের প্রতি অসম্ভব টানের জন্য ফুলবাড়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত তাঁর লেখাপড়া স্থগিত হয়। বিদ্যালয়ে যাওয়ার সময় থেকেই তিনি আব্বাস উদ্দিন, সুরেন বসুনিয়া কেশব বর্মন প্রমুখের গান এবং লক্ষণের শক্তিশেল, হরিশচন্দ্র পালা এইসবের টেপ রেকর্ডিং শুনে শুনে গাইতেন। তাঁর গানের কণ্ঠ ছিল অসাধারণ, যেন মা সরস্বতী স্বয়ং তার কণ্ঠে বিরাজ করতেন। দুর্গা মোহন বর্মন ও ছিলেন লোকসংস্কৃতি ও কুশান প্রেমিক। ছেলের অসাধারণ গানের কণ্ঠ শুনে তিনি উৎসাহিত হয়ে ছেলেকে ঝাপুরা কুশানীর নিকট পাঠান। ঝাপুরা কুশাণিকে গুরুদায় দেওয়ার পর প্রথম দুই তিন বছর তিনি দলে ছোকরা সেজে নাচ করতেন। সেই সময় মেয়েরা কেউ দলে যুক্ত ছিল না তাই ছেলেরাই ছোকরা অর্থাৎ মেয়ে সাজত। এরপর আস্তে আস্তে শুরু হয় মূল গানের দীক্ষা নেওয়া, অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তিনি কুশানের রাগ, গানের হাক, তাল, মোসাম সমস্ত কিছু আয়ত্ত করে একজন দক্ষ কুশানী হয়ে ওঠেন।

শিক্ষালাভ সম্পূর্ণ হলে গুরুর হাত থেকে আশীর্বাদস্বরূপ ব্যানা উপহার নিয়ে একটি নতুন দল তৈরি করেন। মাত্র ১৬ বছর বয়সে 'রামজীবনী ললিত কুশাণ নাট্য সংস্থা' নামে নিজের দল তৈরি করেন। তিনি শুধু রামকে নিয়েই কুশাণ গান গাইতেন এবং বিভিন্ন পালায় রাম চরিত্রে অবতীর্ন হতেন, তাই দলের নাম হয় 'রাম জীবনী ললিত কুশাণ নাট্য সংস্থা'। নিজের দল তৈরির পর তিনি পশ্চিমবঙ্গের নানা স্থানে, এছাড়াও আসাম, নেপাল, বাংলাদেশ প্রভৃতি জায়গায় কুশাণ গান পরিবেশন করে প্রচুর সুখ্যাতি অর্জন করেন। তিনি রাজবংশী সমাজের এই ঐতিহ্যবাহী কুশান গানকে আন্তর্জাতিক স্তরে পৌঁছে দেন। তাঁর দলে মোট ৩৬ জন লোক এবং পঞ্চরকমের শিল্পী ছিল। তবে বিভিন্ন সময়ে দলে নতুন লোক যুক্ত হত আবার সমস্যার কারণে কেউ কেউ দল ছেড়ে চলেও যেত। তাঁর দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন— (১) দাফলা বর্মণ (বাইন, মহেষের পাঠ), (২) হরেন বর্মণ (হারমনি মাস্টার, দিনহাটা) (৩) কোনারাম বর্মণ (দোয়ারি, সিতাই), (৪) আক্তার উদ্দিন ব্যাপারি (ম্যানেজার, ওকড়া বাড়ি), (৫) দীনেশ বর্মণ (জুড়ি, মহেশেরপাঠ), (৬) নীরদ বর্মণ (বাঁশিয়াল, নেতাজি বাজার),

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 93
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 745 - 750
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

(৭) শশধর বর্মণ (ছোকরা), (৮) হীতেন বর্মণ (দোয়ারি, ফুলবাড়ী), (৯) সদা মাধব বর্মণ (দোয়ারি, ফুলবাড়ী), (১০) সুরৎ বর্মণ (বাঁশিয়াল, মারুগঞ্জ), (১১) সুভাষ বর্মণ (বাঁশিয়াল, সিতাই), (১২) সুশীল বর্মণ (বাঁশিয়াল, সিতাই), (১৩) তরণী বর্মণ (সম্পাদক, ফুলবাড়ী), (১৪) প্রাণহরি বর্মন (সিতাই), (১৫) সুধীর শর্মা (ধূমাল খাতা কেশুর বাড়ি), (১৬) যাদব সিংহ (প্লেয়ার, খলিসা গোসানি), (১৭) হলধর বর্মন (গোসানিমারি এক নম্বর), (১৮) জামাল ধীরিন (গোসানিমারি এক নম্বর), (১৯) চন্ডি বর্মন, (২০) হামিদ, (২১) সাধন বর্মন (প্লেয়ার, বড় নলধন্দ্ররা), (২২) হরণাত বর্মন (প্লেয়ার, খারিজা ফুলেশ্বরী) অনেকেই। এছাড়াও নামকরা (২৩) উপিন দোয়ারী (ফুলবাড়ী) ও (২৪) দীপেন দোয়ারী (ফুলবাড়ী) তাঁরই দলের লোক ছিলেন। মহিলা শিল্পীদের দের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন (২৫) জায়েদা বিবি (ওকড়া বাড়ি) (২৬) রেনুকা বর্মণ (নিশিগঞ্জ) (২৭) সুমিত্রা শীল (চিলকির হাট), আরও অনেকে।

কৃষি পরিবারের সন্তান হয়েও আজীবন তিনি শুধু গান নিয়েই ছিলেন। বর্ষাকাল ছাড়া বছরের বেশিরভাগ সময়ই গান হত। ভাদ্র মাসে বিশ্বকর্মা পূজার দিন থেকে শুরু করে দুর্গাপূজা, লক্ষ্মীপূজা, কালীপূজা, পৌষ-পার্বণ, মহরম ও চৈতা দেবী অর্থাৎ বাসন্তী পূজা পর্যন্ত চলত। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে গানের নিমন্ত্রণ আসতো, গানের কারণে তাকে টানা এক দেড়মাস করে সময় বাড়ির বাইরে কাটাতে হয়েছিল। এক জায়গায় পালা শেষ করে বিদায় নেওয়ার পর আবার অন্য আরেক জায়গার উদ্দেশ্যে রওনা দিতেন, সেখানে পৌঁছে কমিটির পক্ষ থেকে শিল্পীদের জন্য কোনরকম থাকার ব্যবস্থা করা হয়। সারারাত মশার কাঁমড় কোথাও কোথাও চারপাশ থেকে বিভিন্ন রকমের দুর্গন্ধ আসতো, এইরকম পরিবেশে কোনরকম একটু বিশ্রাম নিয়ে পরের দিন আবার গান শুরু করতেন। কোথাও কোথাও টানা ১০-১২ দিন করে পালা চলত, আসর ভাঙতো না, মঞ্চেই খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। 'রামজীবনী ললিত কুশাণ নাট্য সংস্থা'র শ্রেষ্ঠ বাঁশিয়াল সুভাষ বর্মন জানান—

> "কুচবিহারের পুন্ডিবাড়িতে পৌষ পার্বণ উৎসবে টানা ১০-১২ দিন করে পালা হয়।"[৪]

তাঁর পরিবেশিত রামায়ণ কাহিনী অবলম্বনে কয়েকটি জনপ্রিয়মূলক কুষাণ পালা হল 'সীতার বনবাস', 'লক্ষণের শক্তিশেল', 'দাতা হরিশচন্দ্র', 'মহিরাবন বধ', 'দস্যু রত্নাকর', 'মেঘনাদ বধ' প্রভৃতি। তিনি লোকরঞ্জনের জন্য রামায়ণের কাহিনীর সঙ্গে সময়োপযোগী হাস্যরসাত্মক কিছু ঘটনা (রঙচঙ) সংযোজন করে দর্শক প্রিয় করে তুলেছিলেন। 'লক্ষণের শক্তিশেল' পালা'য় রাবণ নর্তকীদের সঙ্গে নৃত্য করেন সেখানে মন্ত্রীও (দোয়ারী) বিশাল ভুড়ি নিয়ে নাচ আরম্ভ করেন, নাচতে নাচতে ভুড়ি খুলে পড়ে যায় এই দৃশ্য দেখে দর্শকেরা হাসিতে ফেটে পড়েন। এছাড়াও 'সীতার বনবাস' পালায় সূর্পনখার নাক-কান কাটার দুঃসংবাদ শুনে রাবণ অজ্ঞান হয়ে যায়, মন্ত্রী (দোয়ারী) চিৎকার করেন জল নিয়ে আয়, জল নিয়ে আয়। দোয়ারী অর্থাৎ মন্ত্রী দৌড়ে দুই-তিনবার বালতিতে জল আনতে গিয়ে উল্টে পড়ে যান (হাস্যকর ঘটনার সংযোজন)।[৫] গানের অপর নাম হল জ্ঞান রামায়ণের কাহিনীকে গানের মাধ্যমে পরিবেশন করতে করতে তিনি মাঝে মাঝে উপস্থিত দর্শকদের মধ্যে বিভিন্ন ধর্মীয় শিক্ষামূলক উপদেশ দিতেন। তাই এই গান শোনার পর শ্রোতারা ও শিক্ষিত ও ধার্মিক হয়ে উঠত। রাজবংশী মানুষেরা জন্ম থেকেই এই গান শুনে বড় হয়ে উঠেছিল তাই তাদের চরিত্র হয়ে উঠেছে সহজ সরল ও ধার্মিক প্রকৃতি।

তার গানের কণ্ঠ ছিল অসাধারণ। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কুশাণ গান পরিবেশন করার জন্য তিনি ডাক পেয়েছিলেন। টেলিভিশনে 'আকাশ বাংলা' টিভি চ্যানেলেও কিছুদিন কুশাণ গান পরিবেশন করেছিলেন। কলকাতার টালিগঞ্জে পাঁচ দিন থেকে 'দস্যু রত্নাকর', 'সীতার বনবাস', 'রাজা হরিশচন্দ্র' পালার শুটিং করেছিলেন। শিয়ালদা স্টেশনে নামার পর রিসিভার তাদের রিসিভ করে যাদবপুরের স্টেডিয়ামে নিয়ে যায়। সেখানে তাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়, সেখান থেকে টালিগঞ্জে গিয়ে পাঁচ দিনের শুটিং শেষে ডিরেক্টর তাদের পারিশ্রমিক হিসাবে ২৫ থেকে ৩০ হাজার টাকা দেন।[৬] বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও কুশাণ গান পরিবেশন এর জন্য তিনি আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন। তার সহকর্মী এ প্লাস গ্রেট এর প্লেয়ার যাদব সিংহ সাক্ষাৎকারে জানান যে—

> "কুশানী যদি কাও থাকে তো একমাত্র ললিত কুশানী। ললিতের গলার কণ্ঠের শক্তি ছিল দারুন। কোলকাতাত উয়ার গানের কণ্ঠ শুনির জন্যে কলকাতার মানষিগুলা ঘিরি ধরছিল।"[৭]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 93
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 745 - 750
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

রামায়ণ কাহিনী ছাড়াও তার স্বরচিত একটি কুশান পালা হল 'গোসানিমারি রাজকান্তেশ্বর', যা তাকে খ্যাতির চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে দেয়। প্রাচীন কামতাপুরের পরিচিত রাজা কান্তেশ্বর ও গোসানিমারি রাজপাট এর বিবরণ নিয়ে লিখিত হয়েছিল গ্রন্থটি। এই গ্রন্থটির মধ্যে গোসানিমারি তথা কোচবিহারের লোক জীবনের বহু পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রন্থটি রচনার পর প্রথম দুই রাত্রি তেমন সারা ফেলতে পারেনি। তারপর আবার কিছু কিছু স্থানে একটু রং চং মিশিয়ে দর্শকের সামনে উপস্থাপন করার পর থেকে সমগ্র অবিভক্ত কুচবিহার ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এই কাহিনি অভিনয় করে তিনি জেলেও গিয়েছিলেন। গোসানিমারী অঞ্চলের স্থানীয় এক ব্যক্তি (নাম জানা যায় না) অভিযোগ করেন যে তার এই গ্রন্থে রানীর চরিত্র হনন করা হয়েছে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে অভিনয় শেষে পুলিশ তাঁকে থানায় নিয়ে যায় এবং সেখানে জবানবন্দি দিয়ে সমস্ত ঘটনা পুলিশকে বিবৃত করে শোনানোর পর পুলিশ তাঁকে ছেড়ে দেয়। তাঁর দলের সহকর্মী বাঁশিয়াল সুভাষ বর্মণ বলেন যে—

> "শিমলা বাড়িতে (শিমুলতলা) 'গোসানিমারি রাজকান্তেশ্বর পালা' করতে গিয়ে পুলিশি বাধার সম্মুখে পড়ি। পালা শেষে পুলিশ ললিতকে নিয়ে যায়, এরপর বিচার হয় বিচারের ললিত রায় পায়। কে অভিযোগ করে সেটা জানা যায় না, তবে অভিযোগ ছিল এই পালার ফলে রাজা ও রানীর নামে কেলেঙ্কারি রটেছিল, এছাড়াও এই কাহিনীতে ছোটরানী বনমালার চরিত্র হনন করা হয়েছে। তবে এই ঘটনার পিছনে তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকারের হাত ছিল বলে মনে করেন অনেকে।"[৮]

পাটপিশু অঞ্চলে এই কাহিনীর অভিনয় করতে গিয়ে লোকের ভিড়ে স্কুলের ছাদ, গাছের ডাল ভেঙে যায়। মাথাভাঙ্গা শহরের পচা গড়ে শহুরে শিক্ষিত ব্যক্তিরা এই গ্রামীন শিল্পীদের শিল্পসম্মত নাট্যরূপ ও অভিনয় কৌশল দেখে বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়ে যায়।

প্রথম জীবনে কুশাণ গান তার নেশা হলেও পরবর্তীতে তা তাঁর পেশায় পরিণত হয় প্রথম পর্যায়ে তিনি পাঁচ টাকা নাইট বিনিময়ে গান শুরু করেন এবং পারিশ্রমিক হিসাবে শিল্পীরা পেতেন ৭৫ পয়সা আশি পয়সা সর্বাধিক। যা শেষের দিকে হয়ে দাঁড়ায় ৮০০ থেকে ৯০০ টাকা করে। 'রামজীবনী ললিত কুশাণ নাট্য সংস্থা'র কর্ণধার হিসাবে তার গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। টাকা পয়সা অভিনয়ে কোনো ভুল ত্রুটি ইত্যাদি বিষয়ে কোনো শিল্পীর সঙ্গে মনমালিন্য হলে তাঁদের হাত পা ধরে দলে নিয়ে আসতেন। একদিন যাদবানন্দ সিংহ 'লক্ষ্মনের শক্তিশেল' পালায় কস্টিউম, মেকাপ করতে গিয়ে সময় মতো মঞ্চে না উঠলে ললিত ও যাদবের মধ্যে তর্ক শুরু হয়। ললিত যাদবকে বলেন 'মোর বাপ এক কথা এক', -এই কথা শুনে যাদব সিংহ সঙ্গে সঙ্গে পালা ছেড়ে চলে আসেন। পরের দিন গোসানিমারী বীরেনের চায়ের দোকানে দু'জনের মধ্যে সাক্ষাৎ হলে ললিতে অনুরোধে যাদব সিংহ আবার দলে যোগ দেন।[৯] দলের অন্যান্য সকল শিল্পীর প্রতি ছিল তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। সকালবেলা করে গোসানিমারি বাজারে বীরেনের চায়ের দোকানে আড্ডা দিতেন। সেখানে আরো অনেকেই জুটত তাদের সঙ্গে চলতো গান নিয়ে সমালোচনা ও তর্ক বিতর্ক। তখনকার দিনে তার প্রতিষ্ঠিত 'রামজীবনী ললিতকুশান নাট্য সংস্থা' বহু গরীব মানুষের জীবন জীবিকার কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। অনেকেই তাদের মেয়েদের পাঠিয়েছিলেন যাতে খেয়ে পরে ভালো থাকতে পারে।

ব্যক্তিগত জীবনে নানা প্রতিকূলতা ও দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে তিনি গান চর্চা করে গিয়েছেন। বহু সন্মানের অধিকারী এই শিল্পী সারা জীবন কাটিয়েছেন এলুয়া, কাশিয়া ও ধানের আঁটির ছান দিয়ে তৈরি খরের ঘরে। বছরের বেশিরভাগ সময় বাড়ির বাইরে ও নিজের দল নিয়ে ব্যস্ত থাকার কারণে ছেলে মেয়েদের সময় দিতে পারতেন না, তাঁর ছেলেরাই জমিজমা ও সংসারের দেখা শোনা করত। তাঁর প্রতিষ্ঠিত দলের কোন অফিস কক্ষ না থাকায় তাঁর বাড়িতেই বিভিন্ন পালার রিহার্সাল চলে এক দের মাস ধরে। ৩০-৩৫ জন শিল্পীকে বাড়িতে রেখে খাওয়াতে সংসারের অবস্থা দুর্বিষহ হয়ে ওঠায়, বিভিন্ন মানুষের কাছে তিনি অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন। একদিন তিনি অধ্যক্ষ (বানেশ্বর কলেজ) নরেন্দ্রনাথ রায়ের পিতার কাছে আর্থিক সাহায্য লাভের আশায় তাঁদের বাড়িতে উপস্থিত হলে অধ্যাপক নরেন্দ্রনাথ রায় তাঁর কাছে জানতে চান যে—

> "আপনি এত বড় একজন গায়ক, সব জায়গায় গান করে বেড়ান! তারপরও আপনার সাহায্যের দরকার হয় কেন?"

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 93
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 745 - 750
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

এর উত্তরে তিনি জানান যে—

> "কোকিল তার সুমধুর কণ্ঠে গান গেয়ে সকলকে মুগ্ধ করলেও তার নিজের বাসা, আহার, পরিবার কোন কিছুরই ঠিক নেই! তেমনি আমরাও গান গেয়ে সারা দুনিয়ার মানুষকে মোহিত করে তুললেও নিজেদের আহার, বাড়িঘর, পরিবার পরিজন কোন কিছুরই ঠিক নিশ্চয়তা নেই।"[১০]

ব্যক্তিগত জীবনে নানার সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল তাঁকে। অনেক সময় কমিটি ঠিক মতো টাকা দিত না। ফলে শিল্পীদের টাকা দিতে না পারলে তার নামে টাকা নয় ছয় করার অভিযোগ উঠলে তিনি কখনও জমি বন্ধক রেখে কখনও ধান বিক্রি করে শিল্পীদের বেতন পরিশোধ করেন। তাঁর বড় ছেলে বিশ্বজিৎ বর্মন সাক্ষাৎকারে জানান—

> "একদিন গান করিয়া কমিটি টাকা না দিলে সাইকেল নিয়া বাড়ি আসির সময় বাবা ঘাটাতে মহাজনেরঠে দশ মণ ধানের টাকা নিয়া শিল্পীর ঘরক বেতন দেয়। আর জমিত কিছু মানষিক কাজ করা দেখিয়া ধান ডাঙ্গা ঠিক করি দেয়, ডাঙ্গা হয়া গেইলে বাড়িত আসিয়া মাক কয়া যায় যে— 'ঠেলা আসিলে দশ মন ধান মাপি দেন', সেই ধানের টাকা দিয়েই তিনি শিল্পীদের ঋণ পরিশোধ করেন।"[১১]

গান ছাড়াও তিনি সারা ভারত ফরওয়ার্ড ব্লক রাজনৈতিক দলের একজন সক্রিয় কর্মী ছিলেন। রানিং পঞ্চায়েত ছিলেন ১০ বছর এছাড়াও কয়েক বছর (অবিভক্ত) গোসানিমারি অঞ্চলের অধ্যক্ষ ছিলেন। (প্রধানকে আগে অধ্যক্ষ বলা হত, গোসানিমারি অঞ্চল বিভক্ত হওয়ার পূর্বে খালিসা গোসানীতে যে অঞ্চল ছিল সেখানে তিনি অধ্যক্ষ ছিলেন)।[১২] অধ্যক্ষ থাকাকালীন সময়ে তিনি বিভিন্ন সমাজ সেবামূলক কাজ করেন। গ্রামের মানুষের অনুরোধে রাস্তাঘাট নির্মাণ করেন, কম্বল, ঢুস, ছেলেদের হাফপ্যান্ট, মহিলাদের শাড়ি, ঘাটের আটা, মাইলোর খই ইত্যাদি বিতরণ করেন। ফুলবাড়ীতে তিনি একটি কলোনি তৈরি করেন। সালিশি বিচারেও তিনি ছিলেন বিচার কর্তা, যখন তিনি পঞ্চায়েত প্রধান ছিলেন না সেই সময়েও ফুলবাড়ীতে প্রতি বিচারে তিনি উপস্থিত থাকতেন। কল চোর, কলা চোর, সিংখুড়ি তামাক চোর ইত্যাদি ধরা পড়লে তিনি তাদের বিচার করতেন এবং শাস্তি স্বরূপ কাঁঠাল গাছে দড়ি দিয়ে উল্টো করে বেঁধে লাঠি দিয়ে প্রহার করার আদেশ দিতেন। আবার কখনো ছ্যাপ চাটা, নাক ছ্যাছড়া ইত্যাদি শাস্তিও দিতেন অপরাধীকে। সমাজ সেবামূলক কাজগুলির মধ্যে তার আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল বিনা পারিশ্রমকে তিনি আয়ুর্বেদ চর্চা করতেন, এই বিদ্যা তিনি পিতৃপুরুষের কাছ থেকে শিখেছিলেন। প্রচুর মানুষ তাঁর বাড়িতে চিকিৎসার জন্য আসতো।

বিখ্যাত এই কুশাণীর একমাত্র লক্ষ্য ছিল যশ অর্জন করা তাঁর বক্তব্য ছিল 'মরিলে কেউ সঙ্গে যাবে না'। ষাট বছরের শিল্পী জীবনে তিনি বহু মানুষের ভালোবাসা অজস্র সম্মান ও খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ২০০১ সালে ১জুন পশ্চিমবঙ্গ সরকার লোকসংস্কৃতি বিষয়ের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার 'লালন পুরস্কার' দিয়ে তাঁকে সম্মানিত করেন। আব্বাস উদ্দিন স্মরণ সমিতির পক্ষ থেকে ১৯৯৫ সালে কলিকাতার রবীন্দ্র সদনে তাকে সন্মাননা জানানো হয়। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে স্বর্ণপদক ও রৌপ্য পদকে পুরস্কৃত হয়েছেন। ১৯৮০ সালে জলপাইগুড়ি বালিকা বিদ্যালয় রাজ্য ভাওয়াইয়া উৎসবে কুশাণ ও দোতারা পালাগানের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের মন্ত্রী বুদ্ধদেব বসুর প্রশংসা পান। ২০০০ সালে লোকনাট্য পরিষদ হলদিবাড়ি শাখার উদ্যোগে বিচারকের ভূমিকা পালন করেন। শীতলকুচি রাজ্য কুশাণ ও দোতরা পালাগানের বিচারক হিসেবে, ৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭ সালে বানিপুর উত্তর ২৪ পরগনায় কুশাণ গান পরিবেশন করে অভিজ্ঞান পত্র লাভ করেন। কোচবিহার জেলার সভাধিপতি মনীন্দ্র নারায়ন অধিকারী মহাশয় কুশান ও দোতারা শিক্ষণ শিবিরে তাকে প্রশিক্ষকের পদে নিয়োগ করেন।

১৪ জুন ২০০৪ (২০০২ সালে ৩১ জ্যৈষ্ঠ) তারিখে এই মহান শিল্পীর হাতে ব্যানার সুর চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়। কুশান জগতে তাঁর অন্যতম সঙ্গী ছিল মেয়ে গঙ্গা। গঙ্গা ছোট থেকেই তার বাবার দলে একসঙ্গে গান করেছিলেন, তাই মেয়ে গঙ্গার প্রতি পিতার গভীর আন্তরিকতা ও ভালোবাসা তৈরি হয়। গঙ্গার বিয়ে ঠিক হয়ে গেলে মেয়ে তাঁকে ছেড়ে চলে যাবে এই ভাবনায় তিনি বিষাদগ্রস্থ হয়ে পড়েন। বিয়ের আগে তিনি মেয়েকে জানান যে, "মা তুই ও এদি যাবু মুইও এদি যাইম।" বিয়ের ৫-৬ দিন আগে থেকেই তাঁর জ্বর আসে এবং ডাক্তার ডাকা হয় রক্ত পরীক্ষা করা হয়। এভাবে বিয়ের দিন যত এগিয়ে আসে তাঁর শারীরিক অবস্থার তত অবনতি ঘটতে থাকে। অবশেষে বিয়ের দিন আত্মীয়-স্বজন সকলে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 93
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 745 - 750
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

এসে গেলে তাঁর জবানবন্দি হয়ে যায়, বরের গাড়িতেই রাত চারটার দিকে দিনহাটা হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হয়। তথ্য সংস্কৃতি বিভাগ থেকে সুখবিলাস বর্মা এসে মেয়ের বিয়েতে এবং হসপিটাল নিয়ে যেতে সাহায্য করেন। শেষপর্যন্ত বৌভাতের দিন রাত ৮ : ৩০ থেকে ৯টা এর মধ্যে তিনি পরিবার, দল, ব্যানা, গান সমস্ত কিছুকে ফেলে রেখে না ফেরার দেশে পাড়ি দেন।

লোকসংস্কৃতি জগতে তাঁর মত ব্যক্তিত্ব আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। বর্তমান সময়ে বিভিন্ন জায়গায় কুশাণ গানের প্রচার শুনতে পাওয়া গেলেও সেখানে টাকার লোভে কুশানের নামে হয় যাত্রাপালা। বর্তমান সময়ে বাঁশি গীদাল, মহিম গীদাল আরো অনেকেই কুষাণ গানের প্রবাহমানতা রক্ষা করে গেলেও তাঁর খ্যাতির ধারের কাছে কেউ পৌঁছতে পারেনি এখনো। তার গানের গলার শক্তি ছিল অসাধারণ। অনেক গরিব এবং দুস্থ পরিবারের ছেলে মেয়ে খিদের জ্বালায় তাঁর দলে যোগ দিয়েছিল, তিনি তাদের জন্য অন্ন বাসস্থানের জোগাড় করে দিয়েছিলেন। এই মহান শিল্পীকে শ্রদ্ধা জানানোর জন্য কোচবিহার জেলা প্রশাসন ও 'কোচবিহার ইনস্টিটিউট অফ ফোকলরিস্টিক রিসার্চ' এর পক্ষ থেকে তাঁর স্মরণ সভার আয়োজন করা হয়। তাঁর মৃত্যুর পর 'রামজীবনী ললিত কুষাণ নাট্য সংস্থার' কর্ণধর হন তার বড় ছেলে বিশ্বনাথ বর্মণ। কিছুদিন পরিচালনা করার পর তিনি অর্থের অভাবে দল বন্ধ করে দেন। তারপর থেকে তিনি অন্যের দলে শিল্পী হিসেবে কাজ করে চলেছেন।

Reference:

১. দাস, ভগীরথ, 'উত্তরের গান ঐতিহ্যের কুশাণ', বুক ডট কম, কুচবিহার, দ্বিতীয় সংস্করণ ১১ই জৈষ্ঠ্য ১৪৩০, পৃ. ৮২
২. দাস, ভগীরথ, 'উত্তরের গান ঐতিহ্যের কুশাণ', বুক ডট কম, কুচবিহার, দ্বিতীয় সংস্করণ ১১ই জৈষ্ঠ্য ১৪৩০, পৃ. ৯৬
৩. বর্মণ, সুভাষ, বাঁশিয়াল, 'রামজীবনী ললিত কুশাণ নাট্য সংস্থা', সাক্ষাৎকার, স্থান - নিজগৃহ, সিতাই, নাউয়ার দিঘী, ৯ই এপ্রিল, ২০২৫, সময় - সন্ধ্যা ৬:৩১
৪. তদেব
৫. তদেব
৬. বর্মন, বিশ্বনাথ, (ললিত বর্মণের জেষ্ঠ্য পুত্র), পশ্চিম ফুলবাড়ী, গোসানিমারি, কুচবিহার, সাক্ষাৎকার, স্থান - নিজগৃহ, তারিখ - ২৪শে মার্চ ২০২৫, সময় – দুপুর – ৩ : ৩৯
৭. সিংহ, যাদবানন্দ, (বয়স - ৮০), সাক্ষাৎকার, খলিসা গোসানিমারি, অভিনেতা রামজীবনী ললিত কুষাণ নাট্য সংস্থা, তারিখ - ২৪শে মার্চ, ২০২৫, সময় – ৪ : ২৮
৮. বর্মন, সুভাষ, (বাঁশিয়াল, বয়স- ৬৫), রামজীবনীকুশান ললিত নাট্য সংস্থা, সাক্ষাৎকার, স্থান - সিতাই, তারিখ : ০৯. ০৪. ২০২৫, সময় : সন্ধ্যা ৬ : ৩০
৯. সিংহ, যাদবানন্দ, অভিনেতা, রামজীবনী ললিত কুশান নাট্যসংস্থা, খলিসা, গোসানিমারি, সাক্ষাৎকার, স্থান - নিজগৃহ, তারিখ - ২৪শে মার্চ ২০২৪, সময় - বিকেল - ৪ : ২৮
১০. রায়, নরেন্দ্রনাথ, অধ্যক্ষ বানেশ্বর সারথীবালা মহাবিদ্যালয়, সাক্ষাৎকার, স্থান - নিজগৃহ, তারিখ - ১লা এপ্রিল ২০২৫, রাত ৯টা।
১১. বর্মন, বিশ্বনাথ, পশ্চিম ফুলবাড়ি মাশান পাট, গোসানিমারি, সাক্ষাৎকার, স্থান - নিজগৃহ, তারিখ - ২৪শে মার্চ ২০২৫
১২. তদেব

Bibliography:

ভগীরথ দাস, 'উত্তরের গান ঐতিহ্যের কুষাণ', বুক ডট কম, কুচবিহার, দ্বিতীয় সংস্করণ ১১ই জৈষ্ঠ্য ১৪৩০
ড. দ্বিজেন্দ্রনাথ ভকত, 'কুশাণ গান', বনমালী প্রকাশন, রামকৃষ্ণ মিশন রোড, বিদ্যা পারা, ধুবরী, অসম, তৃতীয় প্রকাশ, মে ২০১৫